তারিখ ... 7/5/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

149

013

ঢাকা : রোববার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩৮৫ : ৭ই মে, ১৯৭৮

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

স্বনির্ভর আন্দোলনের পাশাপাশি সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের অনুপ্রেরণাদায়ক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মেহের পঞ্চগ্রামের জনসাধারণ। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কুমিল্লা জেলার এই গ্রামে স্থানীয় পল্লী সমবায়ের উদ্যোগে শুরু হয় এই শিক্ষাবিস্তার কর্মসূচী। গ্রামের তিন হাজার দু'শ পাঁচজন অধিবাসীর মধ্যে স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল তখন সাতশ' দশ। এদের সবাইকে বইপত্র, আসবাব এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিল গ্রামের সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তার প্রকল্প থেকে। প্রকল্পের আওতায় একই সময়ে চারটি ফিডার স্কুল স্থাপন করে স্থানীয় এলাকার বারোজন মহিলাকে দেয়া হল পিটিআই প্রশিক্ষণ।

মেহের পঞ্চগ্রামের স্বনির্ভর কর্মীদের এই প্রচেষ্টা অল্পকালের মধ্যেই আশপাশের গ্রামগুলিতেও বিপুল সাড়া সৃষ্টি করেছে। এখন প্রকল্পের আওতায় আছে আটটি প্রাথমিক স্কুল আর কুড়িটি ফিডার স্কুল। সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে এই মহৎ অগ্রবর্তী প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়েছে, এর থেকেই তা আঁচ করা যায়। স্বনির্ভর কর্মিগণ এখন গোটা মেহের ইউনিয়নে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে হাত দিয়েছেন। পল্লী কর্মীদের এই সফল প্রচেষ্টা স্বাভাবিক কারণে সরকারকেও উৎসাহিত করেছে, গভীরভাবে। সরকার মেহের ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় সম্প্রসারিত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার এ অগ্রবর্তী প্রকল্পটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। এর জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে এগারো লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা। ১৯৮২ সালের মধ্যে সম্প্রসারিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এখন থেকে সম্প্রসারিত প্রকল্পের আওতায় মেহের ইউনিয়নের প্রতিটি স্কুলগামী ছেলেমেয়ে পাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ। গরীব ছেলেমেয়েদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। তাদের বিনামূল্যে বই, স্লেট-পেন্সিল, ব্যাগ প্রভৃতি সরবরাহ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ এবং তাদের দাতব্য চিকিৎসার সুযোগ প্রদান প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ব্যয় কমানোর জন্যে ফিডার স্কুলগুলি পরিচালনা করা হবে পার্টটাইম শিক্ষকদের দ্বারা। জায়গা সংকুলানের জন্যে ব্যবহার করা হবে গ্রামের মক্তব, মসজিদসমূহের বারান্দা এবং অন্যান্য সুবিধাজনক স্থান। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবর্গ, স্বনির্ভর কমিটির চেয়ারম্যান, প্রকল্প কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ যুক্ত থাকবেন কর্মসূচীর সঙ্গে।

সামগ্রিকভাবে স্থানীয় নেতৃত্বে পরিচালিত এই কর্মসূচী দেশে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মেহের পঞ্চগ্রামের জনসাধারণ এবং স্বনির্ভর কর্মিগণ প্রমাণ করলেন, স্থির লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি গ্রামে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারও সম্ভব। আর এর জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। সম্মিলিত উদ্যোগ এবং ঐকান্তিকতাই হলো এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভের সুনিশ্চিত গ্যারান্টি। আমাদের দেশে গত দুই বছরে পল্লী উন্নয়নের এক সংহত পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে। পল্লীর জনগণ এখন স্বাবলম্বিতার স্বার্থেই শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করছেন তীব্রভাবে। জনগণের এই চেতনাকে কাজে লাগানো হলে গ্রাম পর্যায়ে দ্রুত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার খুব একটা আয়াস-সাধ্য হবে না বলে আমরা মনে করি।

মেহের পঞ্চগ্রামের জনগণ এ ক্ষেত্রে প্রথম একটি অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আমাদের বিশ্বাস, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পল্লী কর্মিগণও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামনে পা বাড়াবেন।